ইজরায়েলের ডায়েরি ..(১)
**********
রাশিয়ান এয়ারলাইন অক্ষরে অক্ষরে দস্তয়েভস্কি আর গোর্কিকে অনুসরণ করে । রাত নেমে আসা মস্কোর নর্দমার পাশের গলির ঘুপচি ঘরে, সন্তদের মূর্তি রাখা কুলুঙ্গির পাশে রান্না হওয়া খাবারের স্ট্যান্ডার্ড এরোফ্লোট এয়ারলাইনে দস্তুরমতো চিনে নেওয়া গেলো। পুশকিন-তুর্গেনেভের জমিদারি চাল সেখানে অমিল। দিল্লি থেকে মস্কো পৌঁছে দেখতে পেলুম টারম্যাকের অদূরে পাইন বনের জঙ্গল। মুহূর্তে মনে পড়ে গেলো যত দ্বিতীয় যুদ্ধের গল্প। আরো ভয়ানক ব্যাপার দেখি মস্কো টু তেল আভিভের উড়োজাহাজটি-র নাম নিকোলাই গোগোল। ফ্লাইটে তা জানিয়েও দিলেন পাইলট। রাশিয়ান সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক -আমার পিতাশ্রী -যখন বড়ছেলের ডাকনাম গোগোল (ছোটোছেলের ডাকনাম গোর্কি) রেখেছিলেন-তখনও তিনি এমন মাহেন্দ্রযোগ কল্পনা করেছিলেন বলে মনে হয়না। আলেক্সান্ডার রোগঝকিনের সিনেমা দ্য কুকু-র মতোই এখানে তিনরকম ভাষাভাষীর উপস্থিতি। হিব্রু, হিন্দি আর রাশিয়ান। দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্যের ব্যাপার, কেউ কারো কথা বিন্দুমাত্র বোঝেনা। এদিকে সব্বাই ইংরেজিতে সমান দড়। স্বর্ণকেশী বিমানবালিকাটিকে জিজ্ঞেস করলুম - হ্যাঁগো বাছা, আমার মালপত্তর তেল আভিভে পৌঁছে যাবে তো সরাসরি? সে মেয়ে মোহিনী হাসি হেসে বললে- ইউ নো ওয়ারি। আই ডোন্ট নো লাগেজ। কোক অর ওয়াতার ? আমি মুখে বললুম কোক, মনে মনে বললুম দূর হতচ্ছাড়ি।

ইন্ডিয়ান টাইম দুপুর দেড়টায় শেষমেশ প্রতিশ্রুত ভূমি বা প্রমিসড ল্যান্ড ইজরায়েলে পৌঁছানো গেলো। মালপত্তর গুছিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বেরোতে যাবো-এক ব্যাটা ট্যাক্সিওয়ালা হাজির। আমি দোনামোনা করাতে সে দেখি একগাল হেসে বলে- আই ক্যাব ড্রাইভার। আই দোনত কিদন্যাপ ইউ। শুনে বেজায় রাগ হলো। তার থেকেও বেশি পেলো হাসি। আরে ব্যাটা তুই পাঁচ ফুটিয়া হিব্রু, আমার এই বপুকে কিডন্যাপ করতে তোর আরও গোটা দুত্তিনবার জন্ম নিয়ে আসতে হবে। ট্যাক্সি বুথ থেকে শেষে গাড়ি নিয়ে রুক্ষ পাহাড়িয়া জমির মধ্যে দিয়ে কাটা ঝাঁ চকচকে রাস্তা ধরে ইউনিভার্সিটি এলাম। রাস্তার দুপাশে কেবলি ধুধু করছে মাঠ। মাঝে মাঝে তাতে সবুজের ছিটে দিয়েছে ছোটছোট ঝোপ আর মাঝারি উচ্চতার কিছু গাছ। দেখে মনে হয় ইজরায়েলের প্রকৃতি তিন হাজার বছর ধরে রুক্ষ প্রসাধনটিকে শরীরে একভাবে ধরে রেখেছে।ড্রাইভারের নাম ইলান। তাকে পুছলাম আই হোপ দেয়ার ইজ নো পলিটিকাল আনরেস্ট ইন দিজ পার্টস নাওয়েদেজ। সে বলে - নো , নো, ইউ রিচ উনিভার্সিটি দেন ইউ রেস্ট। ইন্ডিয়ান পিপল গুড পিপল। অগত্যা হাল ছেড়ে দিয়ে বসলুম। নামার সময় টাকাপয়সা মিটিয়ে -এয়ারপোর্ট থেকে দেওয়া বিলটির দিকে তাকিয়ে (যাতে ড্রাইভারের নাম ধাম গাড়ি নাম্বার হিব্রুতে লেখা আছে) বললুম গুডবাই মিস্টার শাবতোন। সে ভারী অবাক হয়ে বললো ইউ নো হিব্রু? আমি বাঙালি সুলভ সবজান্তা হাসিটি দিলুম। ট্যাক্সির ভিতরে রোমান আর হিব্রু হরফে পাশা পাশি লেখা ছিল ইলান শাবতোন।

ইজরায়েলি সেটলমেন্ট ওয়েস্টব্যাঙ্কের একপাশে উনিভার্সিটি আর শহরখানি। ময়দানবের মন্ত্রবলেই যেন আদিগন্ত রিক্ততার মাঝে হঠাৎই ঝাঁ চকচকে সমস্ত বিল্ডিং আর রিসার্চ ফেসিলিটি গড়ে উঠেছে। ইজরায়েলিদের টেকনোলজির অগ্রগতির কথা এদ্দিন শুনেইছিলুম খালি। এখন স্বচক্ষে দেখা গেলো। এখানে স্বাগত জানালো জয়দীপ। বজবজের ছেলে। এখানে এক বচ্ছর কাটানোর সুবাদে ইজরায়েলে ভারতীয় জীবনযাপন বিষয়ে তাক লাগানোর মতো দক্ষতা অর্জন করেছে। রেমার্কের - 'অল কোয়ায়েট ইন দ্য ওয়েষ্টার্ন ফ্রন্ট' এর কাটসিনস্কি-র কথা মনে আছে? যিনি নানা অসম্ভব রকম জায়গা থেকেও জিনিসপত্র ঠিক জোগাড় করে নিতেন-জয়দীপ তারই মতো দড়। প্রথমদিন ওর ফ্ল্যাটেই লাঞ্চ সারা গেলো। জয়দীপের অর্ধাঙ্গিনী অনিমা যত্ন করে খেতে দিলো ভাত-তরকারি-মুরগির ঝোল মায় কাঁচা আমের চাটনী পর্যন্ত।

ফ্লাইটের রাশিয়ান স্যালাড আর শুকনো বিফরোল এর পর  এমন খাবার দেখে আনন্দে প্রায় কেঁদে ফেলি আর কি। চক্ষুলজ্জার বালাই না রেখে ঢালাও খাওয়া গেলো।বাংলা থেকে অনেক দূরে, এই সদালাপী সুভদ্র যুগলটি যে ছোট্ট নীড়টি এখানে গড়ে নিয়েছে- তার শান্তশ্রী মন ছুঁয়ে যায়।

শহরটি পাহাড়ের ধাপে ধাপে তৈরী করেছে আব্রাহামের ছেলেপুলের দল। আমার্ এপার্টমেন্ট এমনি একটি ঢালের উপর।  সিগারেট খাওয়ায় এখানকার লোকজনের কোনো কমতি নেই- কিন্তু ঘরে খাওয়া মানা।  স্মোকডিটেক্টর সদাতৎপর। ( জয়দীপের গিন্নির কাছে শুনলুম লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে রান্না করলে প্রায়ই সিকিউরিটি দৌড়ে আসে-তখন তাকে দিস ইজ ইন্ডিয়ান কুকিং- ব্যাটা গাম্বাট-নো ডেঞ্জার- আকাট মুখ্যু কোথাকার-ইউ গো ব্যাক- এইসব বলে ভাগাতে হয়) অগত্যা সিগারেট খাওয়ার বন্দোবস্ত ব্যালকনিতে। ব্যালকনিতে এসে চমকে গেলুম। দূরের পাহাড়ের গায়ে গায়ে সাজানো রয়েছে প্যালেস্টাইনের বসতি। মানবসভ্যতার এই নাভিমূল ফিলিস্তিনি-ইজরায়েলি-আসিরীয় দের দ্বন্দ্ব-সখ্যতার ইতিহাস শুকনো মাটির ধাপে ধাপে আজো লালন করে চলেছে। সালোমের ঈর্ষা - বাথশেবার পরিণতি-স্যামসন-ডেলাইলার ব্যর্থ প্রেম সে পাহাড়িয়া আখরে পড়ে নেওয়া যায় ঠিক। .....(চলবে)

সাথে ছবি ব্যালকনি থেকে তোলা প্যালেস্টাইনের। দিনের ও রাতের দুটি ক্যাপচার।

পুনশ্চ- বলতে ভুলে গেছি- আমার নেক্সটডোর পড়শিটি অন্ধ্রপ্রদেশের ছেলে। তার নাম লেনিন কুমার ভার্দি। এই না হলে রাশিয়ান কানেকশন।

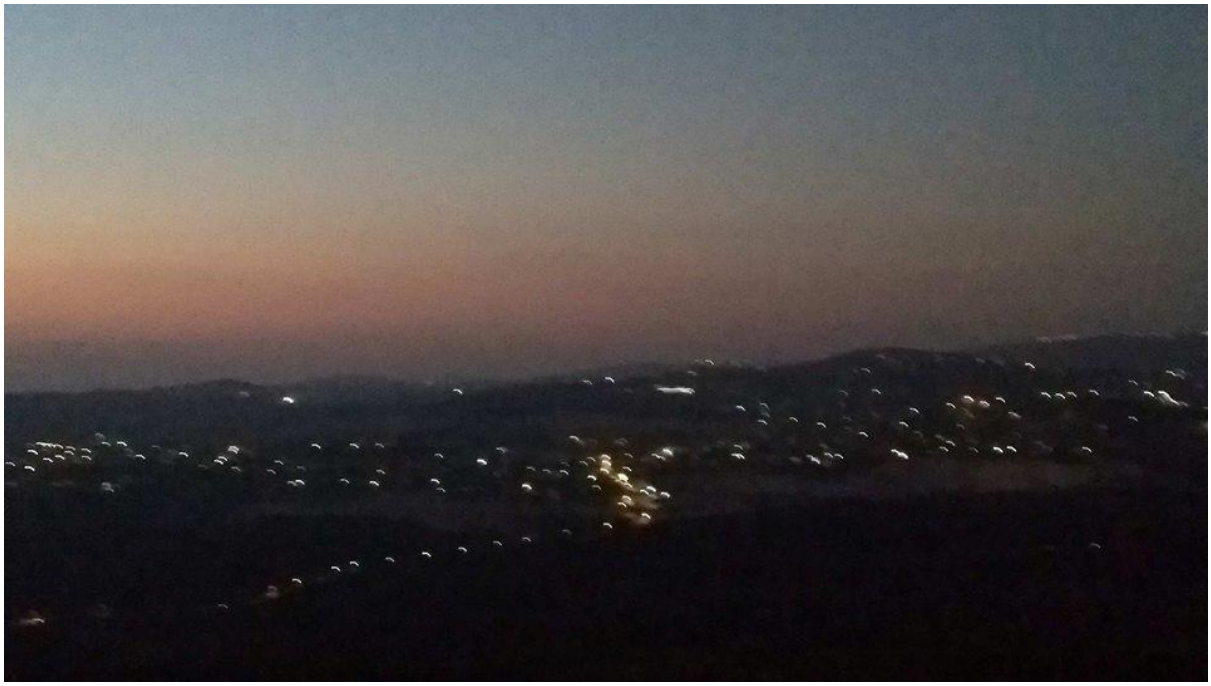

ইজরায়েলের ডায়েরি .....(২)
**********
একবার খোলা বাজারে গিয়ে পড়লে ইন্ডিয়া আর ইজরায়েলে বিলকুল তফাৎ থাকেনা। তেল আভিভের কারমেল মার্কেট চত্ত্বরে সেকথা অক্ষরে অক্ষরে মালুম পড়লো। কিন্তু সে গল্প পরে।

আগের দিন রাশিয়ান কানেকশন নিয়ে কথা বলছিলুম। ল্যাব জয়েন করে দেখি আমার সাথে এসে জুটেছে এক রাশিয়ান ছোকরা। বায়োলজিক্যাল ফুয়েল সেল প্রজেক্টের বায়োলজির দায়িত্ব তার ( ভাগ্যিস তার, বায়োলজিতে আমি বরাবরই দিগগজ। সারাদিন পড়ার পরেও খালি একখানাই বিজ্ঞান সম্মত নাম মনে থাকতো।কাতলা কাতলা। বোঝাই যাচ্ছে ব্যাপারখানা।)। ছোঁড়ার নাম শ্মুয়েল রোজ। সাবেক ইউএসএসআর -এর পতনের পর বাপ্ মা মালপত্তর গুছিয়ে এসে ওঠেন ইজরায়েলে। জেনে চমৎকৃত হলুম, শ্মুয়েলের আদি বাড়ি সমরখন্দ। বাবা তার উজবেক, মা কিরঘিজ। পিরিমকুল কাদিরভের কথা শুধোলুম তাকে। ছোকরা নরেন্দ্রভাইয়ের থেকেও উমদা ইংরেজিতে বলে, আই নো উজবেক। মাই ড্যাডি উজবেক। আই ফ্রম ইজরায়েল। নিয়তির করুণ পরিহাস। সমরখন্দের এক সন্তানের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল কাদিরভের বাবর পড়ে বড়ো হয়ে ওঠা ভারতের এক ছেলে। ইতিহাসের গ্রন্থি মহাকালের অঙ্গুলিহেলনে ছিন্ন হয়েছে বহুদিন। উজবেক পিতা আর কিরঘিজ মাতার সন্তান সোভিয়েতের ধ্বংসস্তূপ পিছনে ফেলে এসে আজ শুধুই ইজরায়েলি। ভাষা তার হিব্রু। কাদিরভ বা চিঙ্গিজ আইতমাতভ তার অচেনা। কিরঘিজিয়ার স্তেপ , সমরখন্দ-বোখারার ইতিহাস তার সন্তানদের ধরে রাখতে পারেনি। কোনো বাবা-মা-ই পারেন না বোধকরি।

উনিভার্সিটি ক্যাম্পাস পাহাড়ের উপর। রোজ এতখানি চড়াই উৎরাইতে বাঙালি ভুঁড়ির ঝরে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। মন ভালো হয়ে যায় ক্যান্টিনের লাগোয়া চওড়া টেরাসটিতে গেলে। সুপরিকল্পিত শহরনির্মিতির ৩৬০ ডিগ্রি দৃশ্যপট তার ঝকঝকে উপস্থিতি নিয়ে মুহূর্তে হাজির। ক্যান্টিনকর্মীদের ইংরেজি জ্ঞান কিছু বেশীমাত্রায় কম। অগত্যা ইশারা ইঙ্গিতে, অঙ্গুলিনির্দেশে খাবার বেছে নিতে হয়। একদিন এক পাটকিলে রঙের ঝোলে দেখি চৌকো চৌকো মাংসের টুকরো আর সেদ্ধ সবজি ভাসছে। জিজ্ঞেস করে জানলুম সেটি গুলাশ। মধ্য ইউরোপের এই ডেলিকেসিটির কথা পড়েইছি এদ্দিন। খেয়ে বোঝা গেলো কিছু পরিচয় নিকট না হলেই বরং ভালো। হাসিখুশি এক ক্যান্টিনবালকের সাথে আলাপ হলো। নাম তার ড়ান ( উচ্চারণ করে এভাবে, লেখে Rhan)। প্রথম আলাপে বলে- আই লাভ ইন্দিয়া। আই ওয়ানত তু গো তু ইন্দিয়া। আই গো তু দেল্লি। তু থাজমাহেল। ইউ ফ্রম হোয়ার?

আমি বললুম- ক্যালকাটা-ইস্টার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়া ( এইখানে মনে হলো, আমার সিংহভাগ দক্ষিণ ভারতীয় ভ্রাতা-ভগিনীদের কাছে বাঙালিরা, মণিপুরীরা, গুজরাতিরা , অর্থাৎ বিন্ধ্যের ওপারের সব্বাই নর্থ ইন্ডিয়ান)। ড়ান দেখি বলে, আই গো তু দেল্লি, স্তে অ্যাত ইওর হাউস। বুঝলাম ভারতের ভূগোল সম্পর্কে ড়ানের জ্ঞান দিল্লী -তাজমহলের মধ্যেই নিজের চরম সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে (সেই সুকুমার রায়ের লেখায় ছিল- বুড়োর মাপার ফিতেয় লেখা টেখা সব উঠে গেছে। খালি ছাব্বিশ লেখাটা একটু একটু পড়া যায়। তাই বুড়ো যা মাপে -তাই ছাব্বিশ হয়ে যায়।)।

এমনিতে এখানে লোকজন কাজকর্মের ব্যাপার বুড়ো জেহোভার ম্যানুয়াল হুবহু মেনে চলে। শুক্রবার দিন বেলা তিনটের পর সাবাথ শুরু। কাজকম্ম বন্ধ। রোববার থেকে সপ্তাহ আরম্ভ। সাবাথের সময়টুকু বাস-ট্রেন-দোকান পাট সমস্ত কিছু বন্ধ। সে সময় এরা কেউ কোনো আনন্যাচারাল পাওয়ার সোর্স-কোনো ইলেকট্রিক ডিভাইসে হাত দেবে না। শুনলুম পাশের

সিনাগগে শুক্রবার এসি বন্ধ থাকলে স্টুডেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ইন্ডিয়ান দের ডেকে নিয়ে যায় চালানোর জন্যে। অবিশ্যি জেনারেশন ওয়াই এসব গোঁড়ামি কতখানি অনুসরণ করে তা বলা মুশকিল।

এই সাবাথ উইকএন্ডে তেল আভিভ ঘুরে আসা গেল। সক্কাল সক্কাল বেরিয়ে পড়তে হয় আরিয়েল থেকে। ঘুরে টুরে ফিরতি বাস ধরতে হবে ৪ টের মধ্যে। তারপর বাস সার্ভিস বন্ধ। পাহাড়ি রাস্তায় আধুনিকতম হাইওয়ে ধরে বাস চলে। বাস কোম্পানি আফিকিম মুফতে ওয়াইফাই দিচ্ছে খদ্দেরদের জন্যে। শ্লথগতির ইন্টারনেটে মন না ভরলে চোখ চলে যায় বাইরের দিকে। হলদেটে টিলার গায়ে গায়ে অলিভ গাছের বাহার। পাথুরে মাটিতে অযোনিসম্ভব জোশুয়ার পায়ের ছাপ। আজ দুহাজার বছর পরেও রুক্ষ এই মাটিতে তাঁর পরিভ্রমণ স্পষ্ট মনে হয়। জোশুয়া জানতেন না , অনেক পরে পশ্চিমবঙ্গের ছায়াঘেরা নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে দশ বছরের এক ছেলে অপূর্ব কুমার রায় তাঁর জন্য চোখের জল ফেলবে কুবোপাখি ডেকে যাওয়া রিক্ত দুপুরবেলায়। বিভূতিভূষণ জানতেন না অপুর চোখ দিয়ে দেখতে চেয়েছিলো একদিন যে ছেলে- সে গিয়ে দাঁড়াবে পবিত্রভূমির মাটিতে। দেখতে পাবে মরিয়মের কান্না কেমন এলম গাছ হয়ে জেগে রয়েছে ক্ষয়াটে জমির বুকে।

তেল আভিভ ঢোকার মুখে কড়া সিকিউরিটি চেক। অটোম্যাটিক সাবমেশিনগান কাঁধে ঝুলিয়ে পাসপোর্ট চেক করতে এলো বছর বাইশের এক সুন্দরী। তার চোখের চাপল্য চিত্তচাঞ্চল্য ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট। সে নিজেও তা জানে বলেই বোধহয় মুখখানাকে অতিরিক্ত গম্ভীর করে রয়েছে। ইজরায়েলে নারী -পুরুষ সক্কলের দুবছরের মিলিটারি ট্রেনিং বাধ্যতামূলক। আমরা যে বয়েসে প্রেম-কফি হাউস-কলেজস্ট্রীট- বইমেলা-নিউএম্পায়ার ইত্যাদি সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিজেদের ব্যস্ত রাখতাম- এরা সে বয়েসে জলপাই রঙা পোশাক পরে কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে দুবেলা হাড়ভাঙ্গা ট্রেনিং করে।

তেল আভিভ যেকোনো ভারতীয় বড়ো শহরের মতোই ঘিঞ্জি। তফাৎ বলতে স্কাইস্ক্র্যাপার গুলো অনেক বেশি উঁচু। পাঁচতলা সেন্ট্রাল বাসটার্মিনাসের ভিতরেই এক সুপারমল। তারই একতলায় এক ভারতীয় ভ্যারাইটি স্টোর। ওম। মানে মুদিখানা আর কি। সুদূর মাতৃভূমি থেকে এসে দুইজন মারাঠি মানুষ বাসমতি চাল, মুসুরডাল, পাঁচফোড়ন প্রভৃতির নিয়মিত যোগান দিয়ে ইজরায়েলের ভারতীয় ছাত্রদের প্রভূত শ্রদ্ধা-ভালোবাসা অর্জন করে চলেছেন। দোকানের বাইরে ক্যাটরিনা-আমি শোভিত পোস্টারে ছয়লাপ। তেল আভিভে কদাচিৎ কোনো বলিউডি জলসা হলে- তার হদিস ও টিকিট এখানেই মেলে।

বাস টার্মিনাসের বাইরে গলির দুধারে ওয়াল গ্রাফিটির বাড়াবাড়ি রকম উপস্থিতি। রাস্তার পাশে রোযাকে বসে কিছু যুবক মদ্যপান করছে। এই অঞ্চলটা ইথিওপিয়ান ইমিগ্রান্টসদের ডেরা। মদ-ড্রাগস এর মুক্তাঞ্চল। চারদিকে হেঁটে বেড়ানো মানুষদের পায়ে ক্লান্তি, চোখের তারাতেও।

আরেকটি বাস পাকড়াও করে কারমেল মার্কেট পৌঁছানো গেলো। এটি তেল আভিভের বৈঠকখানা বাজার। চাদ্দিকে খোলা বিক্রি হচ্ছে ফল-ফুলুরি, শাক-সবজি অ্যান্ড হোয়াট নট! ক্যান্ডি, মিঠাই আর রুটির রকমফের দেখে হাঁ হয়ে যেতে হয়। তুরস্কের মানুষ আসলান হরেকরকম্বা ক্যান্ডি বেচেন কারমেল মার্কেটে। অনুরোধে খুশি হয়ে দোকানের ছবি তুলতে দিলেন। মাছ-মাংসের সেকশনে দাম তুলনামূলক সস্তা। তিন কিলো মুরগির ঠ্যাং পঞ্চাশ শেকেল। যেখানে মলগুলোয় এক কিলো তিরিশ শেকেল নেয়। ব্রেস্ট পিস্, লেগপিস সব মিলিয়ে একশো শেকেল হলে সঙ্গী জয়দীপ দেখি বলে, মেক ইট নাইন্টি। দোকানদার মুচকি হেসে

বললে- ইউ গাইজ আর ফ্রম ইন্ডিয়া , নো? বুঝলুম ভারতীয়দের দরাদরির ক্ষমতা সম্পর্কে এরাও বেশ ওয়াকিবহাল। বেলা বাড়ার সাথে সাথে বাড়লো ভীড়। তখন আর কেউ কাউকে জায়গা দেয়না। দুদিকে দোকানের সারি, তার মাঝের শুঁড়িপথ দিয়ে তখন দস্তুরমতো ধাক্কাধাক্কি করে রাস্তা করে নিতে হয়। এদিকে ভীড় বাড়তে দেখে দোকানদাররাও তারস্বরে হাঁকাহাঁকি শুরু করেছে। খদ্দেরকে টুপি দেওয়ার জন্য বেশিরভাগই মুখিয়ে। এদিকে গরমে ঘেমে নেয়ে অস্থির আমরা। বলছিলাম না - "একবার খোলা বাজারে গিয়ে পড়লে ইন্ডিয়া আর ইজরায়েলে বিলকুল তফাৎ থাকেনা।'

বাজার থেকে বেরোনোর মুখে টের পাচ্ছিলাম ভূমধ্যসাগরের কাছাকাছি আছি। রাস্তার স্কোয়ারের ধারে সরু রেলিঙের ব্যালকনিবাড়িতে, তারই পাশ দিয়ে  নেমে যাওয়া ঢালু রাস্তায়- তারই দুপাশে সাজানো লতায় ইতালির গন্ধ লেগে আছে। উডি অ্যালেনের  'টু রোম উইথ লাভ' যারা দেখেছেন- তারা বুঝবেন সে কেমনতরো সে সুঘ্রাণ। সেসব পেরিয়ে বোরো রাস্তার বামদিকে দৈত্যাকৃতি হোটেল আর ডানদিকে আড়ম্বরহীন মসজিদ রেখে তাকে প্রথমবার দেখলাম। ভূমধ্যসাগর। তার জল হেলেনের চোখের মতো নীল। নীরার চুলের মতো অবাধ্য বাতাস তার সারাশরীরে লেপ্টে।

\

ইজরায়েলের ডায়েরি (৩).....
**********

বুড়ো রাস্তার সাথে কথা বলি। পাঁচহাজার বছরের ধুলো মেখে চাদর তার ময়লা। বয়েস হয়েছে। থুথ্থুরে। ঠাহর করতে পারেনা আজকাল কিছু। রুখাশুখা মাটি, টিলা পাহাড়, কাঁটাতার ঠেলে এদিক ওদিক চলে যায়।

রীতিমতো লালরঙা বোর্ডে গোটা গোটা লেখা-ওদিকের মাটি প্যালেস্টাইনের । ইজরায়েলের বাসিন্দাদের জন্য বিপজ্জনক। বুড়ো বুঝে উঠতে পারেনা। বাঁধানো কংক্রিটের সুপারওয়ে ছেড়ে অলিভ আর এলমের ছায়া ধরেধরে সে ওদিকেই যেতে চায়।

গোটা ইজরায়েলের মাটি জুড়ে কংক্রিট ফলছে। লালচে ধুলো সরিয়ে ঠান্ডা কাঁচের বাড়ির রমরমা। কাজের দিনে ঠিকেদারের গাড়ি বোঝাই হয়ে ফিলিস্তিনি মজুর ঢোকে এদিকে। চোখে তাদের শূন্যতা পড়ে নেওয়া যায়। এমনিতে তাদের ঢোকার হুকুম নেই। ঠিকাদার ঝানু লোক। সে সাথে করে নিয়ে আসে। অনেক সস্তায় , অনেক অনেক সস্তায় কাজ হাসিল।

বুড়ো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসে থাকে। তেল আভিভের কার্মেল মার্কেটের সবথেকে খিটখিটে যে দোকানদারটি ভারতীয় দেখলেই মুখ বেঁকিয়ে খিঁচিয়ে ওঠে-ইউনিভার্সিটি ক্যান্টিনের যে ছোকরাটি কসৌল যেতে চায় গাঁজার মৌতাতে হিমালয়ে কয়েকদিন কাটাবে বলে-রাশিয়ান দোকানে যে বুড়ো ভাঙা হিব্রু রাশিয়ান ইংরেজি মিশিয়ে গজগজকরে , নাতি তার মদ খেয়ে উচ্ছন্নে যাচ্ছে বলে- তাদের কাছে গিয়ে বুড়ো ঘুরে ঘুরে মরে। কোন মাটি কার , কিছু বোঝা যায় না।

অবশেষে বুড়ো গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। হাইফা যাওয়ার রাস্তা ধরে চলে যায় আবু আলি সুপারমার্কেটে। তার একদিকে ইজরায়েল, অন্যদিকে প্যালেস্টাইন। মাঝখানে সরু গলিপথ এক। তাকে পাশে রেখে বুড়ো সামারিয়া হয়ে ডেভিডের পায়ের ছাপ খুঁজে খুঁজে এসে দাঁড়ায় বড়ো রাস্তার চেকপোস্টে। ইজরায়েল শেষ। ওয়েস্টব্যাঙ্ক শুরু। এখানে ইহুদি বাড়ির ছাদের ট্যাঙ্কের রং সাদা। মুসলিম বাড়ির-কালো। বুড়োর সব গুলিয়ে যায়। ভয়ে ভয়ে দেখে- চেকপোস্টের এদিকে কচি দুই পাহারাদার। কোমরে মেশিনগান আর চোখে কাঠিন্য ঝুলিয়ে তারা তাকিয়ে আছে ওপারে- যেখানে দিনশেষে হাঘরে মজুরেরা নিজেদের টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নিজেদের হাঘরে দেশের মাটিতে।

বুড়ো চলতে চলতে একদিন সমুদ্র খুঁজে পায়। জল সেখানে হেলেনের চোখের রং মেখে নিয়েছে। পৃথিবী নিশ্চিন্তে এসে থেমেছে সেই সাগরতীরে। বুড়ো ছিপ নিয়ে বসে পড়ে। একলা নিঃস্ব চরাচরে বুড়ো সাগরে ছিপ ফেলে বসে থাকে। দূরে তখন দিগন্তের বুকে দুটি সফেদ নৌকা দেখা দিয়েছে। বুড়ো বুঝতে পারেনা তারা কাছে আসছে না দূরে সরে যাচ্ছে -একে অন্যের থেকে।

This Road Leads To
Palestinian Village
The Entrance For
Israeli Citizens
Is Dangerous

ইজরায়েলের ডায়েরি -৪
**********
বৃহদাকার প্রতিবেশীরা চতুর্দিকে ঘিরে রেখেছে পুঁচকে দেশ ইজরায়েলকে। দেশের মাঝবিন্দু থেকে মোটামুটি যেদিকে খুশি ঘন্টা দুতিন গাড়িসফরেই কোনো না কোনো কাঁটাতার খুঁজে পাওয়া যায়। উত্তরে লেবানন, পূর্বে জর্ডন আর প্যালেস্টাইন, দক্ষিণে মিশর। পূর্বদিকের প্রায় গোটাটাই ভূমধ্যসাগরের বেলাভূমি।

উত্তরদিশায় এক শহর নাহারিয়া। গাতোন নামে এক ক্ষীণস্রোতা নদী তাকে দ্বিধাবিভক্ত করে সাগরে মিশেছে। হিব্রুভাষায় নদীকে বলে নাহার (নহর/ লহর এর সাথে অদ্ভূত ভাষামিতালী )। তাই শহরের নাম নাহারিয়া। শহরের ধার ঘেঁষে সাড়ে তিনহাজার বছর আগেকার এক সিটাডেল বা কেল্লা। খিরবেত কাবরাসা। প্রাচীন বন্দর শহরের প্রাচীন জনপদ আজ শুধুই ধ্বংসস্তূপ। অটোমান সাম্রাজ্যের হাতছাড়া হয়ে ইজরায়েলের ভূমিখণ্ড ব্রিটিশ অধিকারে এলো যখন, শহরের ঠাঁই বদল হলো পুরোনো কেল্লা থেকে দূরে, আজকের নাহারিয়ায়।

নাহারিয়ায় যে বাসাটি ভাড়া করা ছিল আগে থেকে- সেটাকে বাসা বললে মারাত্মক রকম অতিশয়োক্তি হয়। বাসা মালিকের নাম ডেভিড। অনেক ঝঞ্ঝাটের পর তাকে এবং তার বাড়িটিকে খুঁজে পাওয়া গেলে সে অম্লান বদনে দেড়খানা সাংঘাতিক নোংরা আর অগোছালো ঘর দেখিয়ে বললো- আই গিভ ইউ ডিসকাউন্ট। রুম ভেরি গুড, নো? পরে আবার আবিষ্কার হলো , বাথরুমের দরজায় ছিটকিনি নেই। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলে গান গাইতে থাকতে হবে সারাক্ষণ। হেরাফেরি সিনেমার পুনরাভিনয় একেবারে। শহর থেকে ১০ কিলোমিটার গেলে , লেবানন বর্ডারের থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে রোশ হানিকরা। সাগরজলের গা ঘেঁষে চকপাথরের টিলা আর প্রাকৃতিক গুহা। টিলার উপর থেকে কেবলকার করে নামতে নামতে দেখা যায় মর্মরসফেদ পাথরের গায়ে এসে আছড়ে পড়ছে অলৌকিক সব নীলরঙা ঢেউ।

কেবলকারের লাইনে দাঁড়িয়ে মোলাকাত স্ট্রিট এন্টারটেইনার এক মহিলার সাথে।( উই নো বেগারস , উই স্ত্রিত এন্তারতেনার্স। ইউ ইন্দিআন্স ভেরি গুদ। মোদী ভেরি গুদ।) সম্ভবত যৌবনে কাসৌলে গঞ্জিকাসেবনার্থ বেশ কিছুদিন কাটিয়ে, সে ভদ্রমহিলা অকালবার্ধক্য এবং অল্পবিস্তর হিন্দি জ্ঞান লাভ করেছেন। জয়দীপগৃহিনী অণিমাকে দেখে গদগদ হয়ে সে দেখি বলে- দিদি, বহুত সুন্দর। দিদি আচ্ছা হ্যায়। কিন্তু সেতো আর বাঙালী চেনেনা। একটি পয়সাও যখন কারো হাত দিয়ে গললো না, সে সম্ভবত বিড়বিড় করে হিব্রুতে গাল দিতে দিতেই চলে গেলো। নীচে নেমে কন্দরপথে যাওয়ার বন্দোবস্ত। অনন্য সে অভিজ্ঞতা। পিচ্ছিল সুড়ঙ্গের ধার ঘেঁষে রেলিং বসানো। মাঝে মাঝে এদিকওদিক দিয়ে গুহাপথ গিয়ে নেমেছে সমুদ্রখাঁড়িতে। সেখানে শ্যাওলাধরা পাথর আর নীলবসনা সাগরজলের ঘরবসত। উপরে লাইমস্টোনের খিলান তাদের নিশ্চিন্ত আশ্রয় দিচ্ছে ইতিহাস শুরুর দিন থেকে।

চারদিকে কেবলি শিশুপাল। মানে পাল পাল শিশু। তাদের আনন্দের যোগান দেওয়ার জন্যেই বোধকরি রোশ হানিকরা ট্যুরিজম অথরিটি দুই মক্কেলকে ডেভিড আর গোলিয়াথ সাজিয়ে রেখেছে। ডেভিড আর গোলিয়াথ দুজনেরি পোশাক আর মেকাপের অবস্থা ঢিলে। ডেভিডের দাড়ি সোনালী করার চক্করে যে রং তার মুখে মাথায় মাখানো হয়েছে- তা উঠে আসে আসে। ফাঁক ফোকর দিয়ে তার রুক্ষ চামড়া আর খোঁচা খোঁচা বাদামী দাড়ি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পরচুলটির অবস্থাও করুণ। গোলিয়াথ আড়েবহরে গোলিয়াথ সম হলেও গলার স্বরটি তার বিশ্বাসঘাতকতা করে বসেছে। রিনরিনে গলায় সে জানালো ইন্ডিয়ানরা খুবই ভালো, সে সমস্ত ইন্ডিয়ান বিশেষত মোদীকে বেজায় ভালোবসে। গোলিয়াথের নাম আখেন। নিচের গ্রামে সে তার মাকে নিয়ে

থাকে। সকালে ট্যুরিস্টদের মনোরঞ্জন করে আর বিকেলে নাহারিয়া বিচে পিৎজার দোকান সামলায়। একটা সিগারেট অফার করায় ভারী খুশি। চোখ বুজে আরাম করে সিগারেট খেতেখেতে মাথার হেলমেট সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। হেলমেটের চূড়োটিতে পালকের বদলে যে ঝাড়ুর মাথাটি লাগানো, সেটা খুলে এসেছে।

রোশ হানিকরা তিন কিলোমিটার রাস্তা পাহাড়ে চড়লে কেশেত গুহা। গুহার অবশিষ্ট যেটুকু সেটুকুই এখানকার প্রধান আকর্ষণ। টিলাশীর্ষে একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি খিলান। কিংবদন্তি বলে একদিন এই গুহা ডাকাতদের ডেরা ছিল। সৎপথে ফায়ার আস্তে চাওয়ায় তারা এক বেরাদরকে ত্যাগ করে। তখন ঈশ্বরেচ্ছায় সে লোকটি যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেই স্থানটি ছড়াটা বাকি গুহার ছাদ হুড়মুড়িয়ে বাকিদের মাথায় ভেঙ্গে পড়ে। ইজরায়েলি রত্নাকরটির দাঁড়ানোর জায়গাটিই এই আর্চ হয়ে রয়ে গেছে আজও। সেখানথেকে অতিউৎসাহীরা কোমরে দঁড়ি বেঁধে নিচে নামে। সেখানে দাঁড়ালে দেখা যায় অনেক নীচে পশ্চিম গ্যালিলি তার সবখানি সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে পসরা সাজিয়ে বসেছে। বিকেল হয়ে আসছে, আকাশে মনখারাপের রং। তীব্র তীক্ষ্ণ হাওয়ায় এলম আর অলিভ গাছগুলি কাঁপছে। এই হাওয়া পাঁচহাজার বছর ধরে এমনি তীব্র ঝাপটায় উড়িয়ে নিয়ে গেছে রুক্ষ এই মাটির ইতিহাস, তার মানুষের গল্প, তাদের শরীরের ঘ্রান।ভাঙা এবং গড়া। মানুষের ইতিহাস ভাঙাগড়ার গল্প। সে গল্প ইজরায়েলেই বুঝি সবথেকে বেশীবার বলা হয়েছে।

পরদিন আক্র বা আক্কো। ইতিহাসের ভাঁড়ারঘর। সে গল্প পরে।

ইজরায়েলের ডায়েরি.....(৫)
**********
আক্কোর ওল্ড সিটি এক্কেবারে চিড়িয়াখানা বিশেষ। চোখকান খোলা রাখলে হরেক কিসিমের বান্দা মিলে যায় সেখানে। পুরোনো বাজার শহরের একদম মধ্যিখানে-আর তারই চারপাশ ঘিরে যা কিছু দেখার সব। একদিকে নাইট টেম্পলার্স গার্ডেন। বারো শতকের ক্রুসেডারদের তৈরী সেই বাগিচায় ঢুকতে না ঢুকতেই পাকড়াও করলো ফ্রাঁসোয়া। উস্কোখুস্কো চুল , গায়ে চড়ানো ছেঁড়াখোঁড়া এক সুতলীর জামা আর গালের খোঁচা খোঁচা সোনালী দাড়ি তে দেখে তাকে পাগলই মনে হয়। কোত্থেকে আসছি জানতে চায়। ইন্ডিয়া বলায় বিশেষ কিছু বুঝলো না। অদ্ভুত টানে ভাঙা ভাঙা ইংরেজী বলে। বেশী খোঁচাতে হলোনা, গড়গড় করে দেখি নিজের কথা বলতে শুরু করে দিলো। ফরাসীদেশের ভিউন্স নদীর ধারে ভিউন্স লে রোজেস গাঁয়ে তার বাড়ি। সামান্য জমিজমা বাবা আর সে মিলে চাষ করতো। বাবা ফৌত হলে ধারবাকি দেখিয়ে জমিদার আদ্ধেক জমি দখল করে নিলো। তার উপর মড়ক আর দুর্ভিক্ষ। পেট যখন আর চলে না, ভাইকে লাগিয়ে দিলো এক পুরুতের ফাইফরমাশ খাটতে, আর মাকে ধরাধরি করে ঢুকিয়ে দিলো পাশের গাঁয়ের মঠে। তারপর বাকি জমি জমা বেচে এক ন্যাংলা ঘোড়া আর মরচে ধরা এক তলোয়ার কিনে সে গেলো ফৌজে নাম লেখাতে। ফৌজের সাথেই শেষ পর্যন্ত এই হোলি ল্যান্ড। তের্র সাঁৎ। হিদেনদের জায়গায় গর্মিতে একেই প্রাণ ওষ্ঠাগত, তারপর নিত্য স্যারাসেনদের উপদ্রব। লম্বা প্রাকার দেখিয়েফ্রাঁসোয়া বলে-দেখো হে, এই পুরো দেওয়াল দুই লিউ কম্মুন লম্বায় । এই পুরো পাঁচিলে টহল দিতে হয় সেন্ট্রিদের। হিসেব করে দেখলুম পাঁচিল লম্বায় কমসেকম আট মাইল তো হবেই। অবিশ্যি হিদেনদের সবই যে খারাপ ফ্রাঁসোয়ার এমন মত নয়, চোখ কুঁচকে বলল - রাতে বাজারের দিকে এসো। রাবেয়ার নাচ হয়। স্যারাসেন হলে কি হবে-খাস মাল, আর গান গায় কি মিষ্টি। বলতে বলতে দেখি তার চোখের নীল তারায় কিসের ছায়া। ভাঙা গলায় তারপর বললো- অদ্ভূত সেই জ্বরটা না হলে হয়তো রাবেয়াকেই বিয়ে করতাম। ওকে নিয়ে যেতাম গ্রামে। নতুন বৌদের ভিউন্সের জলে পা ধোয়ানো হয়-গ্রামের সবাই আসে-বলতে বলতে

আমার দিকে তাকিয়ে বলে চললে? আমি ততক্ষনে মূল সিটাডেল ছেড়ে পিছনের গেটের দিকে হাঁটা দিয়েছি।

পিছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে খানিক দূরে বাঁহাতি এক পরিখা। তার উপর ছোট এক ব্রিজ। আক্কো প্রিজন। টিকিট কেটে ঢুকেই সান্ত্রীদের ঘর। জানালার পাশ থেকে দেখি সাঁৎ করে কোঁকড়া চুলের এক মাথা সরে গেলো। উঁকি মেরে দেখি বছর বারোর এক ছোকরা। গালভর্তি ব্রণ আর মুখভর্তি হাসি। যাই জিগগেস করি, খালি বেদম জোরে ডাইনে বাঁয়ে মুন্ডু নাড়ে। অতয়েব পয়সা কবুল করতে হলো। তাপ্পর দেখি কথার ফুলঝুরি বেরোচ্ছে। "এফেন্দি তুমি ইন্ডিয়ার লোক? জেলের নতুন সায়েব ইন্ডিয়া থেকে বদলি হয়ে এসেছে। তোমাদের কে এক গান্ধী আছে, তাকে বেদম গালি দেয়। মা ওর অফিস ধোয়া পাকলা করে কিনা? মা সব শুনতে পায়। খানিক থেমে বলে মাকে সায়েব খুব মারে বোধয়। মা অনেক রাতে ফেরে আর আমায় জড়িয়ে ধরে কাঁদে। আমি মাকে নিয়ে চলে যাবো আরেকটু বড়ো হলে। খানিকক্ষণ চুপ থেকে আবার খোলা গলায় বলে- জানো এফেন্দি, এই লাল টুপি গুলো যাদের মেরে ফেলার সাজা ,তাদের। একবার নীল টুপি ফুরিয়ে গেলে বারো নম্বর সেলের হাশিমকে লাল টুপি দিয়েছিল, সেতো পাজামাতেই পেচ্ছাপ করে দেয় আর কি। মা বলে ইহুদিরা খারাপ, কিপ্টে, বদমেজাজি। ঠিকই বলে, এই বাজারের জ্যাকব বুড়োর দোকান থেকে সেদিন কটা খেজুর সরাচ্ছিলাম- বুড়ো দেখতে পেয়ে যা নয় তাই বললো। মাকে কত বাজে বাজে কথা বললো। তবে জানো এফেন্দি, সব ইহুদিরা না খারাপ নয়। আটত্রিশ নম্বর সেলে যে ইহুদীটা থাকতো, সে ভারী ভালো। ও না, এটজেল দলের লোক। মা বলে ওরা ইহুদিদের দেশ চায়। আমাদের আরবদের থাকতে দেবেনা সেখানে। কিন্তু লোকটা আমায় কত গল্প বলে, বলে এই জেলবাড়িটা নাকি আসলে ফ্রাঙ্কদের দুর্গ, তারপর সেখান থেকে তুর্কিরা নিয়ে নেয়। তারপর সবশেষে এই ইংরেজরা। আমার হাতে অল্প চাপ দিয়ে বললো, তোমাদেরও তো ইংরেজরা জায়গা জমি কেড়ে নিয়েছে বলো ? জেল প্রাঙ্গন অনেকটা বিস্তৃত। হাঁটতে হাঁটতে মুস্তাফা দেখায়, ওই যে নিচের পাথর খিলান দেখছো, ওগুলো হাজার বছর আগের। সেবার যখন জেলে আরব-ইহুদি দাঙ্গা হলো, তিনজন ওই পাথরের উপর পড়ে মরে গেছিলো। তারপর এদিক ওদিক দেখে ফিসফিস করে বলে - হাসান চাচা মসজিদে বলে ইহুদিরা খারাপ। কিন্তু শোলমো আর আমি একসাথেই খেলি তো, জানো ? আল্লাহ তো রাগ করেন না। আমরা দুজনে রাতের বেলা ইংরেজ কোয়ার্টারে ঢিল ছুঁড়ে পালিয়ে যাই। আমরা একবার ওই নীচে রাতেরবেলা ফ্রাঙ্কদের গুপ্তধন খুঁজতেও গেছিলাম। সেই একবারই।কথা বলতে বলতে মুস্তাফা থেমে যায়, অদ্ভুত তার মুখের ভাব। ধরা গলায় বলে তুমি খুব ভালো এফেন্দি, তুমি শহরের দিকে যাবেতো, এবার? তুমি যাও। আমার ওদিকে যাওয়া বারণ। আমি অলসমন্থরপদে হাঁটা দি শহরের দিকে। মুস্তাফার হাসি দীর্ঘ কাঠের কপাটের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়।

ইজরায়েলের ডায়েরি (৬).....
**********
আলাদিন রেস্তোঁরার ক্যাথি দুচোখে ভূমধ্যসাগরের রং ছড়িয়ে আস্তে করে বললো-" ইউ নো, ইট হ্যাজ এ ডিপার মিনিং। ক্যান ইউ গাইজ টেল মি হোয়াট ইট ইজ?" আমি আর অভীরূক তখন ক্যাথির হাতের দিকে তাকিয়ে।কব্জির দুইঞ্চি উপরে একটি নিখুঁত বালিঘড়ির অবয়ব। শুধু অবয়বটুকুই। তার গর্ভে নেই একটিও বালুকণা। ক্যাথি হাসছে মিটিমিটি। একশো হাত দূর থেকে ভূমধ্যসাগর ছুঁয়ে আসা ভিজে হাওয়া তার শ্বেতস্বর্ণাভ চুলে পাগলামি করছে ,,,,,,,,,

চোদ্দবছরের পুরোনো বন্ধুর সাথে শেষ দেখা হয়েছিল পাঁচবছর আগে। তারপর এই আবার দেশ থেকে পাঁচহাজার মাইল দূরে মোলাকাতের একটা সুযোগ যখন ঘটেই গেলো, সেটাকে আর হাতছাড়া করিনি। তার উপর ধরুন এই হিব্রু হতভাগাদের দেশে আছি- নয় নয় করে ছয়মাস হতে চললো। আর সে বেচারা এসেছে মোটে একমাস। অতএব দেখা করে তাকে এদেশ সম্পর্কে জরুরি সমস্ত জ্ঞানদান -যথা নাছোড় দোকানির সাথে কিকরে দরাদরি করতে হয়, হিব্রুবালিকা পটাতে গেলে "ইউ স্পিক্ নাইস ইংলিশ" কবার বলতে হয়, রাস্তাঘাটে ঝগড়াঝাটি হলে স্লিখা অর্থাৎ এক্সকিউজ মি/ সরি-র মাঝে কোন স্পীডে :মড়াখেগো" টা ঢুকিয়ে দিলে ব্যাটারা ডিটেক্টও করতে পারবে না আর মনের শান্তিও হবে - ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত করানো, বন্ধুকর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

দেখা হলো তেল আভিভ বাস স্ট্যান্ডের বাইরে। দেখা গেলো গঙ্গা দিয়ে বহু জল এবং পিপে থেকে বহু মদ গড়িয়ে যাওয়ার পরও আমরা দুজন একটুও পাল্টাইনি। অর্থাৎ কিনা ওর ওজন একটুও বাড়ে নি আর আমার একরত্তিও কমেনি। দেখা গেলো সে বেচারা এক মাসে গোটাদুয়েক হিব্রু শব্দ যথা শালোম (হ্যালো) আর তোদা ( ধন্যবাদ)- র ভরসায় এই দুস্তর ভাষার্ণব পার করার চেষ্টায় আছে। ব্যাটাকে বেশ খানিক অপদার্থ-টার্থ বলে আশ মিটিয়ে গাল দেওয়া গেলো। হাজার হোক আমি আরো গোটা দুত্তিনেক শব্দ বেশি শিখেছি এদ্দিনে।

পুরোনো দিনের মতোই একসাথে হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রের ধারে পৌঁছানো গেলো। শুক্রবারের সকালে সাগরবেলায় ভীড় কম। কফি নিয়ে একখানে বসা গেলো। সামনে ভূমধ্যসাগরের নীল, হাতে হিব্রুব্যাটাদের বিদিকিচ্ছিরি রকম কড়া কফি, আমরা গল্প করছি দেশের। খোঁজখবর নিচ্ছি বন্ধুদের-যাদের সঙ্গে দেখা হয়নি অনেকদিন। অনেকের সাথে দেখা হবেনা হয়তো আর কখনো। কারো একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে সিগারেট ধরাতে গেছি, ভিজে বালির ঝাপ্টা এসে সিগারেটের আগুন আর অনুচ্চারিত প্রশ্নটি নিয়ে চলে গেলো। আসলে আমরা কোনো প্রশ্নেরই উত্তর চাইছিলাম না হয়তো। হয়তো শুধুই নিজেদের বিশ্বাস করতে চাইছিলাম আমরা একই রকম আছি এখনও- তখনকার মতোই, একই রকম আমাদের ঘিরে রেখেছে জীবনের শ্রেষ্ঠ দণ্ডপলগুলি , আমাদের চোখের তারায় স্বপ্নরা লেগে আছে একই রকম।

সাগরবেলা ডানহাতে রেখে রেখে সোজা হেঁটে গেলে পৌঁছানো যায় জাফা পোর্ট। জাফার এমনিতে নাম আছে ইজরায়েলের প্যারিস বলে-এখানে অলিগলি-পাকস্থলীতে আর্ট গ্যালারি আর এক্সিবিশনের ঢের। বোল্ডারবাঁধানো বেলাভূমির পাশদিয়ে রাস্তা সোজা একটি গেছে বন্দরে। আর একটি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠেছে পুরোনো শহরের দিকে। দুই রাস্তারই ধারে , খাঁজেখন্দে আনাচেকানাচে অজানা অচেনা শিল্পীর উৎসাহ গ্যালারি গড়ে তুলেছে। ওল্ড জাফার সবথেকে মশহুর মিউজিয়াম কাম আর্ট গ্যালারি হচ্ছে ইলিনা গুর মিউজিয়াম। অপূর্ব সুন্দর সেই মিউজিয়ামদর্শনের অভিজ্ঞতা আমার কিছুদিন আগেই হয়েছিল।অনন্য সে অভিজ্ঞতা। কিন্তু সে গল্প অন্যদিন।

একদিকে আর্ট গ্যালারির সারি আর অন্যধারে সমুদ্রতট রেখে রাস্তাটি সোজা চলে গেছে জাফা বন্দরের এককোণে। প্রাক-উড়োজাহাজ সময়ে ইজরায়েল পৌঁছনোর প্রধান দ্বার ছিল এই বন্দর। আলেক্সান্ডার , সেন্ট পিটার , জন অফ ইবেলিন, রিচার্ড দ্য লায়নহার্ট , সালাহদিন , নেপোলিয়ন বোনাপার্ট- জাফা বন্দরের পাঁচহাজার বছরের ইতিহাসের কয়েকটি পাতা মাত্র।প্রাচীন বন্দরে ঢোকার মুখের দুখানি প্রস্তরপ্রাচীর অশক্ত অর্ধভগ্ন পড়ে রয়েছে। তাদের নোনাধরা পাঁজরে গল্পকথার ভাঁড়ার। পোর্টের একধারে সারিসারি ইয়ট, ভাড়ায় পাওয়া যায় সমুদ্রভ্রমণের জন্য। তারই একটির মালিক আতামি। নৌকা চালিয়ে দর্শকদের সমুদ্রে নিয়ে

যান। মন মেজাজ ভালো থাকলে পুরোনো গিটার খানিতে বিখ্যাত লোকগান "রাকেফেত" এর সুরও তোলেন। যে ফুলের নামে গানটির নাম, গানটির সুর সেই ফুলের রূপের মতোই মায়াময়।

পোর্টের একেবারে শেষ প্রান্তে ঝা চকচকে রেস্তোরাঁ-' ফিশারমেন্স " ।কায়দাদুরস্ত চেয়ার টেবিলে বসে সমুদ্রদর্শন করুন, এবং রেস্তোরাঁর খাদ্যের মজা নিন। কিন্তু জাফার নিজস্ব সুঘ্রাণ পেতে হলে আপনাকে ফিশারম্যান্স ছাড়িয়ে আরেকটু এগিয়ে যেতে হবে। পোর্ট যেখানে শেষ হয় হয়, একটি রাস্তা বাঁদিকে বেঁকে শহরে ঢুকেছে- ঠিক সেখানে পুরোনো নৌকা মেরামতের একটি ইয়ার্ডের উল্টোদিকে একটি নামহীন ইটিং জয়েন্ট। সামনের দিক তার পুরোটাই খোলা। ঝুলকালি তেলচিটে অন্ধকার ভিতরের কিচেনে। সকালের শিফট সেরে সেখানে ভীড় জমিয়েছে ক্লান্ত মাছধরিয়ে আর বোটচালকের দল। ঘর্মাক্ত শরীর থেকে ভেসে আসছে সমুদ্রের মায়াবী সুঘ্রাণ। উঁচুগলার কথাবার্তা আর হাস্যরোলে গমগম করছে চারধার। গত পাঁচহাজার বছর ধরে ওরা এরকম ভাবেই রোজ সডাজ কালের শিফট সেরে ফিরে আসে-দুপুরের খাবার খায়-বেসুরে গলা ছেড়ে গান ধরে-তারপর আবার ফেরে।সাগরের টানে বড়ো জোর। এড়ানো দায়।

পোর্ট থেকে বেরিয়ে আমরা গিয়ে বসলাম ওল্ড জাফার আলাদিন রেস্তোরাঁয়। "আলাদিন"কে পদধূলিধন্য করার কারণ টেরাস থেকে পাওয়া মারাত্মক ভিউ। পাশে চোখ পড়লে দেখা যায় দ্বাদশ শতকের জাফার পুরোনো মসজিদ। উত্তর দিশায় দিগন্ত দখল করে রয়েছে তেল আভিভ শহরের স্কাইস্ক্র্যাপার অরণ্য। এক হাজার বছরের ইতিহাসের এই ব্যবধানের মধ্যে শরীর এলিয়ে সেতু হয়ে রয়েছে এক মাইল দীর্ঘ সাগরবেলা। এহেন স্বর্গীয় দৃশ্যপট যখন চোখে নেশা হয়ে লেগে যাচ্ছে, মেনু নিয়ে এলো ক্যাথি। সে আর তার স্বামী ড্যান ইটিং জয়েন্টটি চালায়। হোয়াইট ওয়াইন আর জাফা স্পেশাল চিকেন স্যালাড নিয়ে জুৎ করে বসলাম। বিল মেটানোর সময় ক্যাথির হাতের অদ্ভূত ট্যাটুখানি চোখে পড়লো। বিশ শেকেল টিপ্ পেয়ে সে মেয়ের মেজাজ হেব্বি খুশ ছিল। আমরা যখন সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হলুম, তখন সে বললে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইটারনিটি বাট উইদাউট মোমেন্টস। ডোন্ট ইউ গাইজ ওয়ান্ট টু বী এ পার্ট অফ ইটার্নিটি হ্যোয়ার মোমেন্টস ক্যান নট চেইন ইওর এক্সিস্টেন্স? হু ডাজ নট?"

আমি নিরুত্তরে চোখ ফিরিয়ে সাগরের দিকে তাকালাম। দূরে, বহুদূরে সাগর আর আকাশের নীল মিশে গিয়েছে। সেখানে একঝাঁক উড়ন্ত পাখি দেখা যাচ্ছে। ওরা নির্ঘাত পেয়েছে মুহূর্তহীন অনন্তের সন্ধান।

ইজরায়েলের ডায়েরি (৭) .....
**********

গত্যন্তর না থাকায় বিদেশে কিন্ডলে বই পড়ি বটে, কিন্তু সেটা নিতান্তই চিকেন বিরিয়ানির মতো একখানি কম্প্রোমাইজ। ঢেঁকির কাজ যেহেতু ঢেঁকিকে করতেই হবে- তাই সুযোগ হলেই হার্ডকপি বই কেনার জন্য এদিক ওদিক টুঁ মারতে থাকি।

মুশকিল হলো আব্রাহামের পোলাপানেরা ভাষার ব্যাপারে এমনই স্বয়ম্ভর- ইংরেজীটাকে প্রায়শই একখান অতিরিক্ত বোঝা হিসেবে এইখানে দেখা হয়ে থাকে। বেশিরভাগ ব্যাটা-বেটিই একটিমাত্র টেন্স ব্যবহার করে ইংরেজীতে নিজের মনোভাব প্রকাশ করে বিশেষ আল্হাদিত বোধ করে। যথা- ইউ গো। আই গো লেট্। ইউ ডোন্ট ওয়েট।

শারোণিম মল রীতিমতো জাঁক করে বিজ্ঞাপন দেয় ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট ইন ইজরায়েল বলে। সেই মলের ওয়ান অফ দ্য টাইনিয়েস্ট শপ প্লেসে একখান পুঁচকে বইয়ের দোকান। সাইনবোর্ড যথারীতি হিব্রুতে।

দোকানে ঢুকে দেখি একরত্তি দোকানে পুঁচকেতর এক দোকানদারনী। নাম তার অ্যাবিগেল। চাদ্দিকের আলমারির মাঝে তাকে দেখাই যাচ্ছেনা প্রায়।কী ভাগ্যি তিনি ছেলেবেলায় দশ বচ্ছর টেক্সাসে কাটিয়েছিলেন। তার কাছেই জানলুম দোকানের নামের মানে লিটল ওয়ার্ল্ড। অন্তত বিশেষণ পদটি দোকান ও দোকানদারনীর চেহারার সাথে খাপে খাপ।

ইংরেজী বইয়ের তাক খোঁজায় অ্যাবিগেল একগাল হেসে একখান জলচৌকি দেখিয়ে দিলো। তার উপর ঠিক গোটাদশেক ইংরেজী বই ডাঁই করে রাখা। গোটা পাঁচেক তার মামুলি থ্রিলার, গোটাতিনেক প্রেমের "নবেল "। বাকি দুখানা হাতানো গেলো। ডেভিড গ্রসমানের 'এ হর্স ওয়াকস ইনটু এ বার' এবং তুভিয়া টেনেনবম এর 'ক্যাচ দ্য জ্যু (Jew)' । প্রকাশকাল যথাক্রমে ২০১৭ ও ২০১৫।

গ্রসমানের মূল হিব্রু বইটি অবিশ্যি প্রকাশ পেয়েছে ২০১৪ তেই। ২০১৭ তে ইংরেজী অনুবাদ বেরোনোর সাথেসাথেই ভিনি-ভিডি-ভিসি।ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ।অন্যস্বাদের এক গল্প। প্রাক্তন এক বিচারপতি একদিন এলেন এক লোকাল বারে। সেখানে শো করে আধবুড়ো এক স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান। আর তারপর বাকি উপন্যাসটা হাসির মোড়কে শুধুই ভাঙাচোরা জীবনের বাঁক খুঁজে নেওয়ার পাঁচালী। এমন কেন বাংলায় কেউ লেখেনা?

টেনেনবম ভদ্দরলোকের বইখানি যাকে বলে- ওয়ান অফ ইটস কাইন্ড। জ্যুইশ হিউমার আর মার্কিন স্যাটায়ারের ককটেলের মধু তেনার কলমের কালি হয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়েছে এ কেতাবের পাতায় পাতায়। দুখানি উদাহরণ দি।
--মাই মাদার ওয়াজ এ হলোকস্ট সারভাইভার, মাই ফাদার ওয়াজ এ রিফিউজি অ্যান্ড ইফ নট ফর অ্যাডল্ফ হিটলার আই উড নট এক্সিস্ট।
--আই ওয়াজ রেইজড টু বিকাম এ রাব্বাই , বাট থার্টি থ্রি ইয়ার্স এগো, অ্যাজ মাই ফর্মার কো-বিলিভার্স অ্যাসার্ট , সেটান গট হোল্ড অফ মি অ্যান্ড আই ডিসাইডেড দ্যাট গড ওয়াজ স্ট্রং এনাফ টু টেক কেয়ার অফ হিমসেল্ফ বিফোর আই লেফ্ট ফর ইউএস।

তেত্রিশ বচ্ছর পর পিতৃভূমিতে ফিরে তুভিয়া দেখতে পেলেন কোনো শালা কথা রাখেনি। ইজরায়েল এখন এক বিশালকায় হান্ডা- যার ভিতরে একগুঁয়ে গোঁড়া ইহুদী , একবগ্গা একলষেঁড়ে আরব আর এদের মার্কিনছাপ নবীন প্রজন্ম অপরূপ এক খিচুড়ি পাকিয়ে চলেছে । এ বইয়ের পাতায় পাতায় আপাতনির্মল হাস্যরসের কোষে লুকোনো ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণধার ফলাখানি মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির ভণ্ডামিটুকুকে অনুপম দক্ষতায় বারংবার ফালাফালা করেছে।

বই দুখানা ব্যাগে পুরে দাম মেটাতে যাচ্ছি- অ্যাবিগেল হেসে বললে, ইউ লাইক জ্যু লিটারেচার? আমি বললুম -ওয়েল , আই কীপ অন ট্রাইং, দিস টাইম ইটস লিটারেচার । বলেই , দাম মিটিয়ে পিট্টান। বেচারীর বোধয় আমিই প্রথম এবং শেষ ইন্ডিয়ান কাস্টমার।

জেরুজালেম সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডের একতলায় বিশাল এক বুকস্টোর। এক শুক্রবার সেখানে যাওয়া হয়েছিল। বেলা তিনটে থেকে সাবাথ শুরু, ব্যাটারা ফাঁকা দোকান দেড়টার সময়েই বন্ধ করে আরকী। আমায় দেখে একব্যাটা এগিয়ে এসে মহাআল্হাদে হাত-পা ছুঁড়ে বলে- উই ক্লোজ। ইউ কম ব্যাক সানডে। সাবাথ শালোম (মানে সাবাথ শুভ হোক)।

সবে তার চোখের সামনে হাতঘড়ি নাচিয়ে দেখাতে যাচ্ছি-সাবাথের লগ্ন পড়তে এখনো পাক্কা নব্বইটি মিনিট বাকি, পিছন থেকে ভাঙা হিন্দিতে শুনতে পেলুম "আপ বাঙালী হো দাদা?"

তাকিয়ে দেখি একব্যাটা ইহুদীবুড়ো একমুখ পাকা দাড়ির মধ্যে দিয়ে মিচকে মিচকে হাসছে। হিন্দি কথাগুলো নির্ঘাত ওর হিব্রুভাষী জুবান থেকেই এসেছে। কিন্তু কী ভাবে ? প্রথম ব্যাটাকে হিব্রুতে কিসব বুঝিয়ে বুড়ো আমায় নিয়ে গেলো দোকানের ভিতরের এক কোনায়। কফি বানিয়ে দিলো। নিজেও নিলো এককাপ। তারপর শুনলাম তার গল্প।

আখিম গ্যালারমানের জন্ম কর্ম প্রেম সবই বোম্বেতে। মাঝে দিল্লিতে কিছুদিন ছিল। কনোটপ্লেসে একখান পুরোনো বইয়ের দোকান চালাতো। সেসব পাট চুকেবুকে গেলে ফের বোম্বে। সেখানেও বইয়ের ব্যবসা। মিসেস গ্যালারমান মারা গেলে আখিম ছেলের কাছে চলে আসে ইজরায়েলে। এখানে বুকস্টোরে কাজ জুটিয়ে নেয়।
- বই ছাড়া থাকতে পারিনা বুঝলে ইয়ংম্যান। তোমাদের বাঙালীদের মতো। দিল্লি- বোম্বে সব জায়গায় আমার দোকানে খালি বাঙালীর ভীড় লেগে থাকতো। স্টুডেন্ট, প্রফেসর -সবাই। দ্যাটস হোয়াই আই হ্যাড এ হাঞ্চ- দ্যাট ইউ মাইট বী এ বেঙ্গলী। বিনাবাক্যব্যয়ে স্বজাতির প্রশংসা মাথা পেতে নিলুম।

অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিলো আখিম। তারই মাঝে এদিক ওদিক তাকিয়ে গোটা দুয়েক বই পছন্দ করে ফেললাম। কথা না থামিয়েই সে দুখানা পেড়ে আনলো বুড়ো।

প্রাক্তন সিআইএ আধিকারিক নিকোলাস রেনল্ডসের লেখা " রাইটার , টেলর ,সোলজার , স্পাই'।বিখ্যাত স্পাই থ্রিলারের নামের আদলে নামাঙ্কিত বইখানি ননফিকশন হলেও বিষয়বস্তুতে সাংঘাতিক থ্রিলিং। রেনল্ডস সায়েব সিআইএ মিউজিয়াম আর আর্কাইভ ঘেঁটে এমন কিছু নথিপত্র খুঁজে পান- যাতে জানা যায় হেমিংওয়ে স্পাই ছিলেন।(আজ্ঞে হ্যাঁ, দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সী , ফর হুম দ্য বেল টোলস -এর হেমিংওয়ে।) শুধু স্পাই নন, ভদ্রলোক ছিলেন ডাবল এজেন্ট। অর্থাৎ কেজিবি ও সিআইএ উভয়ের হয়েই অসমসাহসী এই কলমচি চুকিতকিত খেলেছেন। বইখানি ওয়েল রিসার্চড এবং স্বাস্থ্যবান। দ্বিতীয় বইখানি আদিনা হফমান এর "টিল উই হ্যাভ বিল্ট জেরুজালেম:আর্কিটেক্টস অফ এ নিউ সিটি "। তিন প্রত্নগবেষকের প্রাচীন জেরুজালেম পুনরাবিষ্কারের স্বাদু কাহিনী।

গল্পগাছার শেষে আখিম শুধিয়েছিলো-" আই মিস ইন্ডিয়া ভেরি মাচ ইয়ংম্যান, ডোন্ট ইউ?' উত্তর দিয়ে গিয়ে দেখি আমার জবাবের অপেক্ষা না করে সে দোকানের ক্যাশ গুছোতে শুরু করেছে। ফিরে আসতে আসতে আমার মনে হলো- হাতের দুখানি বইতেই লেখকেরা শুনিয়েছেন গুপ্তঅস্তিত্ব ইতিহাসের অজানা উদ্ধারের গল্প।কিন্তু ইহুদি আখিমের গোপন হৃদয়কন্দরে যে একখণ্ড ভারতবর্ষের বাস, তার হদিস কে রাখে?

বাকি বইগুলো যথাক্রমে রুশদি-র স্যাটানিক ভার্সেস, যুদ্ধবিষয়ক ছোটগল্পের সংকলন দ্য বেস্ট ওয়ার স্টোরিস স্টিভেন সিগেলের দ্য আদার আরব-ইজরায়েলি কনফ্লিক্ট (মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি ও মার্কিনি চুলকানি বিষয়ক) এবং পিকাসোস উইমেন। পোস্ট দীর্ঘ হচ্ছে। এদের কথা অন্য একদিন।

এটুকু বলে যাই, পিকাসোস উইমেন তেল আভিভের যে ভাঙাচোরা আর্ট গ্যালারি কাম ওল্ড বুকশপ থেকে কেনা, তার আধবুড়ো মালকিনের সাথে আমার বেশ ভাব জমে যায়। একদিন গুছিয়ে বসে তিনি বলেছিলেন তাঁর মাতামহের কথা। সে ভদ্রলোক পোলিশ এক কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের বন্দী ছিলেন। সে গল্প পরে।